যুগান্তর

তারিখ 23 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢেলে সাজানো হচ্ছে উচ্চশিক্ষা

মুসতাক আহমদ

সাড়ে ১৩শ' কোটি টাকা বরাদ্দ : ভিত্তি হবে ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি উচ্চশিক্ষা কৌশলপত্রের আলোকে সাধিত হবে এই সংস্কার কর্মসূচি। কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিকভাবে বিগত চার বছরে ইউজিসি প্রণীত উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও সুপারিশ বাস্তবায়ন করবে। দেশের ১২০ জন সিনিয়র অধ্যাপকের সমন্বয়ে গঠিত হবে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ কমিটি। এই কমিটি এসব কাজের নেতৃত্ব দেবে। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বৃহৎ ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন করে সিনিয়র শিক্ষকের নাম চেয়েছে। কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে এ খাতে ইতিমধ্যেই সরকার সাড়ে ১৩শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এ টাকা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসিকে সাতদিনের সময় দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইউজিসিকে তাদের এর আগে সুপারিশকৃত বিভিন্ন আইন ও কর্মসূচি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এক মাসের মধ্যে সেগুলো গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে। পরে পর্যায়ক্রমে এসবের বাস্তবায়ন করা হবে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, নতুন এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চশিক্ষাকে সংস্কার করে একে জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করা। সাতদিনের মধ্যেই তারা তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন। তিনি একে সরকারের ঐতিহাসিক উদ্যোগ এবং বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠনকে 'অভিনব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্রের আলোকে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি শিক্ষার আলাদা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। এছাড়া নামকরা ডাক্তার ও অধ্যাপকদের সমন্বয়ে মেডিকেল শিক্ষার ব্যাপারে আলাদা আরও একটি কমিটি গঠিত হবে। উপাচার্য নিয়োগে একটি 'সার্চ কমিটি' গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে পরিবর্তন ও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সীমিতকরণসহ '২০ বছর মেয়াদি কৌশল পত্র'র বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করবে এসব কমিটি। দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইউজিসি গত চার বছর ধরে বিভিন্ন আইন ও সুপারিশ তৈরি করে। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী ও দুর্নীতিবাজ মালিক এবং শিক্ষকদের চাপে সেসবের কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি।

ইউজিসির প্রস্তাবিত সুপারিশ

উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু বিস্তার ও মান নিয়ন্ত্রণে ইউজিসি বিগত চার বছরে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান রক্ষায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন ও চূড়ান্তভাবে ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন-২০০৫, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের 'সমন্বিত নিয়োগ ব্যবস্থা', পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশাসনের লুটপাট বন্ধে শিক্ষা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

শিক্ষা : ঢেলে সাজানো

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

... ৮ সমন্বিত আর্থিক নির্দেশমালা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা পরিচালনা নীতি প্রভৃতি।

কৌশলপত্রে যা আছে

৭৮ পৃষ্ঠার একটি কৌশলপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। কৌশলপত্রে তাৎক্ষণিক (২০০৬-০৭), স্বল্পমেয়াদি (২০০৮-২০১৩), মধ্যমেয়াদি (২০১৪-২০১৯) ও দীর্ঘমেয়াদি (২০১৪-২০১৯) এই চারটি ধাপে মোট ৩২টি সুপারিশ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেয়া হয়। রিপোর্টে প্রথম ধাপেই শিক্ষার সার্বিক সংস্কার নিশ্চিত করতে মোট ১৫টি সুপারিশ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রীদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। এলক্ষ্যে ডিন, চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন সংশোধন, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন আইন প্রণয়ন, জিডিপির দশমিক ৩০ ভাগ উচ্চশিক্ষায় ব্যয়, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়ম রোধে ইউজিসিকে 'রিকমান্ডিং বডি' থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বডিতে রূপান্তর, আইসিটি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণে ফান্ড তৈরি, পিআরএসপির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিলেবাস ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি অপারেশনাল সেন্টার স্থাপনসহ নানা সুপারিশ রয়েছে। এতে ২০০৭ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন পুনঃনির্ধারণ করে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি সীমিতকরণের ব্যবস্থা এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার সুপারিশ রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক প্রশাসনের স্বচ্ছতা আনয়ন ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভরের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ৫ বছরের গৃহীত সুপারিশমালার মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যবস্থাপনাকে সুসংহতকরণ, নতুন ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রদের টিউশন ফি বাড়ানো, ভাউচার পদ্ধতি প্রবর্তন, এলামনাইদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ, সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সংযোগ স্থাপন, অধিক সংখ্যক পিএইচডি ও এমফিল বৃত্তির ব্যবস্থা, জাতীয় গবেষণা পরিষদ ও ল্যাবরেটরি স্থাপন।

মধ্যমেয়াদি ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা কৌশল নির্ধারণ করতে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও নতুন ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদি ২০১৪-২০১৯ সালের মধ্যে ১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেয়া হয়।

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি নির্দেশে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে ২০ বছর মেয়াদি